বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY
তথ্য ও গণসংযোগ বিভাগ
গাজীপুর-১৭০৫, ফোন : ৯২৯১১১৯

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

প্রেস রিলিজ

২৯ মার্চ, ২০২২

বাউবি'তে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিল্প ও সাংস্কৃতিক বোধ' শীর্ষক লোক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত আজ মঙ্গলবার; ২৯ মার্চ সকাল ১১.০০টায় গাজীপুরস্থ বাউবি ক্যাম্পাসের বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিল্প ও সাংস্কৃতিক বোধ** শীর্ষক লোক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভার্চুয়ালি অংশ গ্রহণ করে লোক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন চিত্রশিল্পী অধ্যাপক **মু: আবুল হাশেম খান**। বাউবির প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) **অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীনের** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাউবি উপাচার্য **অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার**। বাউবি উপাচার্য বলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান না এলে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামের কোন ভূ-খন্ডের জন্ম হতো না। আজ স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত, যুক্তি, শিল্পবোধ, মেধা মননের প্রকাশ করতে পারার স্বকীয়তা এনেছেন বঙ্গবন্ধু। আজ বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু সমার্থক। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন বৃহত্তর অর্থে এর ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ হিসেবে। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে নিজস্ব ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতির বৈশিষ্টমণ্ডিত। বাঙালির রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি, শিল্প সাহিত্য কেমন হবে তারও রূপকার বঙ্গবন্ধু।

বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার।

চিত্রশিল্পী হাশেম খান তাঁর লোক বক্তৃতায় তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও শিল্পবোধ। তিনি বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার সাথে বাংলার ছয় ঋতুর বৈচিত্র্যের তুলনা করেন। ছয় দফার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা তৈরি হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন শৈল্পিক বক্তা তার বক্তব্যে ছিল শিল্প প্রেরণা যা মানুষের হৃদয়ে নাড়া দিত। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে সাড়ে তিন বছরে যা করে দিয়েছেন তাঁর চিন্তাবোধ থেকেই আমরা কাজ করছি এবং বাংলাদেশ টিকে আছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের শেষ মাসে এবং বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে এতো চমৎকার প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে পারাটা সত্যিই আনন্দের। যতদিন এদেশে শিল্প, সাহিত্য, কৃষ্টি থাকবে ততদিন সেসব কাজের প্রতিটি স্তরে স্তরে বেঁচে থাকবেন বঙ্গবন্ধু। মুক্তিকামী মানুষের মনের মাঝে শৈল্পিক সত্ত্বা স্থাপনে তিনি অগ্রদূত। সংগীত, লোক শিল্প, সাহিত্যে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর মূর্ত ও বিমূর্ত ভাবনা আমাদের শিল্পীদের চেতনা শক্তিকে শানিত করে। আজও আমি রং তুলিতে জাতির পিতার প্রতিচ্ছবি আঁকি। তিনি বেঁচে থাকবেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মাঝে। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক **ড. নাসিম বানু** ও ট্রেজারার অধ্যাপক **মোস্তফা আজাদ কামাল**, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রেজিস্ট্রার ড. মহা: শফিকুল আলম এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক সাখাওয়াত হোসেন।

(ড. মেজবাহ উদ্দিন তুহিন)
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)